কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ২৪ ... কলাম ...

মাদকে আসক্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

ব্যাপক সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

সর্বনাশা মাদকের ভয়াবহ থাবা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। আনাচকানাচে। টার্গেট করা হচ্ছে খুদে শিক্ষার্থীদের। মাদকের নেশায় আসক্ত হচ্ছে তারা। মাদক এতটাই সহজলভ্য হয়ে পড়েছে যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি গবেষণা যে তথ্য দিচ্ছে, তা রীতিমতো ভয়াবহ। ২০১২ সালের ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, মাদকাসক্ত জনগোষ্ঠীর ৬০.৭৮ শতাংশ এসএসসির আগে বা সামান্য পরে নেশায় আসক্ত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর গত মাসে দেশের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে যে সম্মেলনটি করেছে, সেখানেও মাদকের বিস্তার নিয়ে প্রধান শিক্ষকরা কথা বলেছেন। প্রায় প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলের একাধিক শিক্ষার্থী মাদকে আসক্ত বলে তাঁরা জানিয়েছেন। মাদকের প্রভাব নেই এমন কোনো স্কুল খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন তথ্য উঠে এসেছে ওই সম্মেলনে। মাদক রোধে নিজেদের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন তাঁরা।

মাদকাসক্তরা নিজেদের ধ্বংস করছে, পরিবারকেও ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের পথে। নানা রকম অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ার ফলে সামাজিক স্থিতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ছে। কোনো কোনো স্কুলের মাঠে কিংবা আশপাশে মাদকের বাজার ও আড্ডা বসছে নিয়মিত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মেলনে যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষকরা, তা আমাদের চিন্তিত করে। কেমন করে একটি স্কুলের ছাত্র সপ্তম শ্রেণি থেকেই সব ধরনের নেশার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। এদের কি দেখার কেউ ছিল না। স্কুল সময়ের বাইরে শিক্ষকদের চোখ এড়িয়ে না হয় নেশা করেছে। পরিবারের সদস্যরাও কি এই শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সচেতন ছিল?

এ অবস্থা থেকে ঘুরে না দাঁড়ালে সামনের দিনের ভয়ংকর পরিণতি রোধ করা যাবে না। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। মাদকের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে। মাদকাসক্তদের নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে ঘরেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সামাজিক আন্দোলন হিসেবে এলাকার মানুষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। একটি চিহ্নিত সিন্ডিকেট এই সর্বনাশা মাদক বিক্রি করছে। এই সিন্ডিকেটকে রুখতে হবে। স্কুলগুলোকে মাদকবিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গড়ে তুলে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত কাউন্সেলিং চালু করা, শিক্ষার্থীদের মাদকের থাবা থেকে রক্ষা করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একযোগে কাজ করা এবং মাদকের বিস্তার রোধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।